Dawah
Bible: book introduction
Torah, injeel Muslim belief

SPEAKER : ARIFUL ISLAM

ISLAMIC ONLINE MADRASAH

বাইবেল Bible

- গ্রন্থ পরিচিতি
  Book Introduction
- তাওরাত-ইঞ্জিল বনাম বাইবেল
  Torah-Gospel V Bible
- বৈপরীত্য Contradiction
- ভূল Error
- বাইবেলে শেষনবী সা.
  Prophesies of M. S.

Bible introduction

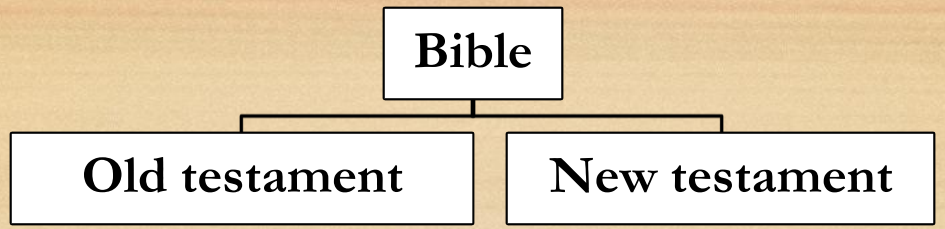

গ্রীক biblion, **ল্যাটিন** biblia **ও ইংরেজি** bible **শব্দটির অর্থ গ্রন্থাবলি বা গ্রন্থমালা।**

খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোকে দুভাগে ভাগ করেন: পুরাতন নিয়ম বা পুরাতন সন্ধি (Old Testament) **ও নতুন নিয়ম, নতুন সন্ধি বা নবসন্ধি** (New Testament)**। প্রথম ভাগের গ্রন্থাবলি সম্পর্কে তারা দাবি করেন যে, সেগুলো ইহুদি ধর্মের ধর্মগ্রন্থ। অর্থাৎ যীশুর আগমনের পূর্বে বনি-ইসরাইল বা ইহুদিদের মধ্যে যে সকল নবী আগমন করেছিলেন তাঁদের গ্রন্থগুলোকে ইহুদিরা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে সংকলন করেন। এটা ইহুদি বাইবেল** (Jewish Bible) **এবং হিব্রু বাইবেল** (Hebrew Bible) **নামে পরিচিত। এটাকেই খ্রিষ্টানরা তাদের বাইবেলের পুরাতন নিয়ম হিসেবে গণ্য করেন।**

Old testament **এর প্রথম এই পাঁচটি গ্রন্থকে একত্রে 'তাওরাহ'** (Torah or Pentateuch) **নামে অভিহিত।**

Old testament **এ** psalms **(গিতসংহিতা) কে মুসলমানদের নিকট খৃষ্টানরা 'যবুর' বলে প্রচার করেন।**

To the Catholic : old testament has 46

To the **প্রটেস্ট্যান্ট ৩৯ পুস্তক** ; 7 টি পুস্তক প্রটেস্টান্টগণ জাল বা সন্দেহজনক পুস্তক (Apocrypha) বলে আখ্যায়িত করেন। এজন্য প্রোটেস্ট্যান্টদের বাইবেলে (KJV: King James Version) পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ৩৯।

➢New testament ; বিষয়ে তারা দাবি করেন যে, যীশুর (ঈসা আ.) -এর পরে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা (Divine Inspiration)-এর মাধ্যমে সেগুলি লিখিত হয়েছে।

➢New testament এ মোট 27 টি গ্রন্থ বিদ্যমান। উপরোক্ত প্রথম চারটি গ্রন্থকে 'ইঞ্জিল চতুষ্ঠয়' বলা হয়। 'ইঞ্জিল' শব্দটি এই চারটি গ্রন্থের জন্য শুধু প্রযোজ্য। তবে অনেক সময় রূপকভাবে নতুন নিয়মের সকল গ্রন্থকে একত্রে 'ইঞ্জিল' বলা হয়।

Popular bible version in english.

- 1. KJV (king James version)
- 2. RSV (revised standard version)
- 3. NIV (new international version)

Popular bible version in bangla

- ক্যারী বাইবেল
- কিতাবুল মুকাদ্দাস
- জেনারেল ভার্ষন
- জুবিলী ভার্ষন

তিনটি দাবির উপর ঈসায়ী প্রচারণার ভিত্তি: (১) প্রচলিত কিতাবুল মোকাদ্দসকে 'প্রকৃত তাওরাত-ইঞ্জিল' বলে দাবি করা, (২) প্রচলিত খৃস্টধর্মকে ঈসা মাসীহের প্রকৃত ধর্ম বলে দাবি করা এবং (৩) খৃস্টধর্মকে বিশ্বধর্ম বলে দাবি করা।

মুসলিম বিশ্বাসে তাওরাত ও ইঞ্জিল

قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

'তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং *মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর।* আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী। (সূরা বাকারা ১৩৬)

আল কুরআনে তাওরাত ও ইঞ্জিল

❑ **আল্লাহ বলেন: "এবং আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছি।"**

(সূরা বাকারা-৮৭, সূরা হূদ-১১০, সূরা মুমিনূন-৪৯, সূরা ফুরকান-৩৫, সূরা কাসাস-৪৩, সূরা সাজদা-২৩, সূরা ফুসসিলাত-৪৫)

❑**ঈসা আ. (যীশু) সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: "এবং আমি তাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি"।**

(সূরা মায়িদার-৪৬ ও সূরা হাদীদ-২৭ আয়াতে)

এছাড়াও সূরা মরিয়ম-৩০ আয়াতে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জবানীতে বলা হয়েছে: "আমাকে তিনি গ্রন্থ প্রদান করেছেন।" সূরা বাকারা-২৩৬ এবং সূরা আল-এমরান-৮৪ আয়াতে বলা হয়েছে: "এবং মূসা ও ঈসাকে যা প্রদান করা হয়েছে।", অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল।

❑ আমাদের বিশ্বাস অনুসারে মূসা আলাইহিস সালাম-কে প্রত্যাদেশ বা ওহীর (Revelation) মাধ্যমে যা প্রদান করা হয়েছে তাই তাওরাত। আর ঈসা আলাইহিস সালাম প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যা প্রদান করা হয়েছে তাই হলো ইঞ্জিল। এর মধ্যে যা ছিল সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশ। এগুলির মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্ত বা সম্পাদনের মাধ্যমে সামান্যতম পরিবর্তন বা বিকৃতিও বৈধ নয়।

❑ কাজেই "পবিত্র বাইবেল" নামে প্রচারিত পুস্তক সংকলনের মধ্যে নতুন ও পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত এ সকল ঐতিহাসিক পুস্তকাদি এবং পত্রাবলি কুরআনে উল্লিখিত তাওরাত ও ইঞ্জিল নয়। কাজেই এগুলি বিশ্বাস বা মান্য করা জরুরী নয়।

এ সকল পুস্তক, পত্রাবলি এবং নতুন ও পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বাস নিম্নরূপ:

মহান আল্লাহ সূরা মায়েদার ৪৮ আয়াতে বলেন: **"এবং আপনার উপর সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, তার পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষক-নিয়ন্ত্রক রূপে।"**

- এ সকল পুস্তকের যে সকল কথা ও কাহিনীকে কুরআন সত্য বলেছে সেগুলি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য। আমরা কোনো দ্বিধা ও আপত্তি ছাড়া সেগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করি। যেগুলিকে কুরআন মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে সেগুলি নিঃসন্দেহে মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যাত। আমরা কোনো দ্বিধা ছাড়াই সেগুলিকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করি। আর যেগুলি বিষয়ে কুরআন সত্য ও মিথ্যা কোনো প্রকারের কিছু না বলে চুপ থেকেছে, সেগুলির বিষয়ে আমরাও চুপ থাকি। আমরা সেগুলিকে সত্য বলেও গ্রহণ করি না, আবার সরাসরি মিথ্যাও বলি না। আল-কুরআনুল কারীমই পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের নিয়ন্ত্রক, সংরক্ষক বা বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার মাপকাঠি। কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির মধ্যে যা কিছু সত্য রয়েছে তা প্রকাশ ও সমর্থন করে এবং এগুলির মধ্যে বিদ্যমান মিথ্যা প্রকাশ করে দেয় এবং তার প্রতিবাদ করে।
- যে সকল মুসলিম আলিম প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এগুলির মধ্যে বিদ্যমান মিথ্যা ও বিকৃতি প্রকাশ করেছেন, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে কলম ধরেন নি বা সেগুলিকে উদ্দেশ্য করে গ্রন্থ রচনা করেন নি। বরং তারা "পবিত্র বাইবেলের" পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান এ সকল ঐতিহাসিক ও জীবনীমূলক পুস্তকগুলির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, যেগুলি কয়েক শতাব্দী ধরে লেখা ও সংকলন করা হয়েছে এবং এরপর দাবি করা হয়েছে যে, এগুলি ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে বা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পুস্তক। এগুলির বিষয়েই আল্লাহ সূরা বাকারার ৭৮৯ আয়াতে/ শ্লোকে বলেছেন: "দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং এরপর বলে: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে; যেন তারা এগুলির দ্বারা সামান্য বিনিময়মূল্য লাভ করতে পারে। কাজেই যা তাদের হাতগুলি লিখেছে তার জন্য তাদের দুর্ভোগ এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্যও তাদের দুর্ভোগ।"
- মুসলিম উম্মাহর সকলেই একমত যে, আল্লাহর নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ করে মূসা আলাইহিস সালাম যা মুখে উচ্চারণ করেছিলেন তাই প্রকৃত তাওরাহ। আর আল্লাহর নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ করে ঈসা আলাইহিস সালাম যা মুখে উচ্চারণ করেছিলেন তাই প্রকৃত ইঞ্জিল। আর "পবিত্র বাইবেল"-এর পুরাতন ও নতুন নিয়ম বা "তাওরাত শরীফ", "ইঞ্জিল শরীফ" বা "যাবূর শরীফ" নামে প্রচলিত পুস্তকগুলি কখনোই সেই তাওরাত, ইঞ্জিল বা যাবূর নয়।

➢ ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত তাওরাতের মূল তিনটি সংস্করণ রয়েছে বা তিন প্রকারের "তাওরাত" রয়েছে। আর "ইঞ্জিল" বা সুসমাচার রয়েছে চারটি। এগুলির মধ্যে রয়েছে বৈপরীত্য ও সংঘাত। অথচ মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর একটিই তাওরাত নাযিল হয়েছিল এবং ঈসা আলাইহিস সালাম একটিই ইঞ্জিল পেয়েছিলেন।

কুরআনে উল্লিখিত মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ মূল তাওরাত ও ইঞ্জিল যদি কেউ অস্বীকার করেন তবে তার ঈমান নষ্ট হবে। আর "পবিত্র বাইবেল" নামে বা তাওরাত বা ইঞ্জিল নামে বর্তমানে প্রচলিত, আল্লাহর বাণী নাম দিয়ে বা নবী-রাসূলগণের লেখা বলে প্রচারিত জাল ও মিথ্যা এ সকল মিথ্যা গল্প, কাহিনী ও বিবরণ অস্বীকার করলে ঈমান নষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাতে ঈমানী দায়িত্ব পালিত হবে। কারণ মহান আল্লাহর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং নবী-রাসূলগণের পবিত্রতা ও নিষ্পাপত্বের সাথে সাংঘর্ষিক এ সকল মিথ্যা ও জাল গল্প, কাহিনী ও বিবরণগুলির মিথ্যাচার ও জালিয়াতি প্রকাশ করা মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

তাওরাতের প্রচলিত তিনটি সংস্করণ বা ভার্সনের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক বৈপরীত্য। এগুলিতে রয়েছে অনেক ভুল ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। এতে মূসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যু এবং মাওআব অঞ্চলে তার কবর দেওয়ার বিবরণ। আমরা নিশ্চিত যে, এগুলি কখনোই মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ বিশুদ্ধ তাওরাত নয়।

প্রচলিত চারটি ইঞ্জিল বা সুসমাচারের মধ্যেও রয়েছে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। এগুলির মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি, বৈপরীত্য ও পরস্পর সাংঘর্ষিক বক্তব্য রয়েছে। এতে যীশুর ক্রুশারোহণ (খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে), ক্রুশে মৃত্যু, তার কবরস্থ করণ ইত্যাদি বিবরণ রয়েছে। আমরা সুনিশ্চিত যে, এগুলি কখনোই ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল নয়।

'ইন্জিল' বনাম 'মাতনুসারে ইন্জিল'

নাম থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন ব্যক্তি পুস্তক লেখে তা 'ইঞ্জিল' বলে দাবি করেন, এজন্যই পুস্তকগুলোর এরূপ নামকরণ করা হয়। যীশুর তিরোধানের শতাধিক বছর পরে অনেক মানুষ 'ইঞ্জিল' লেখে প্রচার করতে শুরু করেন যে, এগুলো যীশুর ইঞ্জিল। এজন্য এগুলোর এরূপ নামকরণ করা হয়: 'অমুকের মতানুসারে এটা ইঞ্জিল'। এ সকল 'মতানুসারে ইঞ্জিলের' সাথে 'ঈসা মাসীহের ইঞ্জিলের' মুল পার্থক্য ঈসা মাসীহের 'ইঞ্জিল' আল্লাহর কালাম বা তাঁর নিজের বক্তব্য। আর প্রচলিত 'মতানুসারে ইঞ্জিল' চারটার মধ্যে আল্লাহর কোনো কালাম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এগুলোর মধ্যে ঈসা মাসীহের বক্তব্যও কম। এগুলো মূলত তাঁর জীবনীগ্রন্থ। এগুলোর মধ্যে ঈসা মাসীহ বিষয়ে বিভিন্ন মানুষের বর্ণনা সংকলন করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় অর্ধশত 'মতানুসারে ইঞ্জিল'দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের খ্রিষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সেগুলোর মধ্য থেকে খ্রিষ্টান ধর্মগুরুরা নিজেদের পছন্দের উপর নির্ভর করে এ চারটাকে বাছাই করেন।